



47123 - 'যে ব্যক্তি মাঝেমধ্যে নামায আদায়ে অবহলো করে' এর প্রতিকার

প্রশ্ন

আমি একজন মুসলমি যুবক। আমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, তাঁর কতিবসমূহের প্রতি বিশ্বাসী। আলহামদু লিল্লাহ। কিন্তু, মাঝেমধ্যে আমি নামায আদায়ে অবহলো করি। আমি এর সমাধান চাই বা এমন একটা পদ্ধতি চাই; যাতো করে আমি অলসতা না করি। যদিও আমি চাই কিন্তু শয়তানরে ফাঁদ বড় কঠনি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

যে ব্যক্তি সত্যকারার্থে আল্লাহর প্রতি ঈমানদার, তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমানদার, তাঁর কতিবসমূহের প্রতি ঈমানদার এবং নামায যে একটা ফরয ইবাদত ও দুই সাক্ষ্যবাণীর পর ইসলামের সবচেয়ে বড় স্তম্ভ এটার প্রতি ঈমানদার- সে নামায পড়বে না কিংবা নামায আদায়ে অবহলো করবে এটা কল্পনা করা যায় না। বরং এমন ব্যক্তি এ মহান বধিানটি পালন করা ও নিয়মতি আদায় করা ছাড়া চঞ্চলতা, স্বস্তি ও প্রশান্তি পায় না।

বান্দার ঈমান যতবশে বাড়তে তার মাঝে ফরয ইবাদত পালনরে গুরুত্বও ততবশে বাড়তে। এবং এটা তার ঈমানও বটে। অতএব, যে পদ্ধতি আপনাকে নিয়মতি নামাযী বানাতে পারবে সেটো সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

এক:

নামায যে একটা ফরয ইবাদত ও ইসলামের মহান রুকন আপনি এ বিষয়ে সুদৃঢ় ঈমান আনুন। আপনি জেনে রাখুন: নামায বর্জনকারী কঠনি শাস্তরি ঘোষণাপ্রাপ্ত এবং আলমেদেরে সঠকি মতানুযায়ী ইসলামী ত্যাগকারী কাফরে; এ সংক্রান্ত অনকে দলিলি প্রমাণরে ভিত্তিতে। যমেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “মুমনি ব্যক্তি এবং শরিক-কুফররে মাঝে পার্থক্য নির্ধারণকারী হচ্ছে- নামায বর্জন।” [সহি মুসলমি (৮২)] তিনি আরও বলেন: "আমাদের ও তাদের মাঝে অঙ্গীকার হচ্ছে- নামাযরে। যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করল সে কুফরী করল।" [সুনানে তরিমযি (২৬২১), সুনানে নাসাঈ (৪৬৩) ও সুনানে ইবনে মাজাহ (১০৭৯)। আলবানি 'সহিহু তরিমযি' গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

দুই:



নামাযকে নরিদ্ষিট ওয়াক্ত থেকে বলিম্বে আদায় করা কবরি গুনাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন: “কন্তি তাদরে পরে এমন এক প্রজন্ম এল যারা নামায নষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। অতএব অচরিই তারা غَيِّ (ক্ষতগিরস্ততা) এর সম্মুখীন হবে। [সূরা মারিয়াম, আয়াত: ৫৯] ইবনে মাসউদ (রাঃ) غَيِّ সম্পর্কে বলেন: এটি জাহান্নামের একটি নর্দমা; যা অতি গভীর ও খারাপ স্বাদরে।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "অতএব, দুর্ভোগ সেই নামাযীদের জন্য যারা তাদের নামায আদায়েরে ব্যাপারে অমনোযোগী।"[সূরা মাউন, আয়াত: ৪-৫]

তনি:

আপনার উচতি মসজদি গিয়ে জামাতরে সাথে নামায আদায় সচেষ্ট থাকা এবং এক ওয়াক্ত নামাযেরে ব্যাপারেও অবহলো না করা। এ বশ্বাসরে সাথে য়ে, আলমদরে সর্বাধকি শুদ্ধ মতানুযায়ী জামাতরে সাথে নামায আদায় করা ওয়াজবি। এ সংক্রান্ত অনকেগুলো দললিরে কারণে। যমেন- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যে ব্যক্তি আযান শুনতে কোন ওজর ছাড়া নামাযে আসনে তার নামায নই"। [হাদসিটি বর্ণনা করছেন ইবনে মাজাহ (৭৯৩), দ্বারা কুতনি ও হাকমে। হাকমে হাদসিটিকে সহহি বলছেন এবং আলবানি 'সহহি ইবনে মাজাহ' গ্রন্থে হাদসিটিকে সহহি বলছেন]

ইমাম মুসলমি (৬৫৩) তাঁর সহহি গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন য়ে, তনি বলেন: এক অন্ধ লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে কাছে এসে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার এমন কোন সহচর নাই য়ে আমাকে মসজদি নিয়ে আসবে। তাই লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে কাছে অবকাশ (রুখসত) চাইল; য়াতে করে সে নজিগ্হে নামায পড়তে পারে। তখন তনি তাকে অবকাশ দলিনে। লোকটি যখন চলে যাচ্ছিল তখন তনি বললেন: তুমি কি নামাযেরে ডাক শুন? সে বলল: হ্যাঁ। তনি বললেন: তাহলে তুমি সে ডাকে সাড়া দাও।" এছাড়াও আরও দললি রয়েছে। দেখুন: [40113](#) নং প্রশ্নোত্তর।

চার:

নয়িমতি নামায আদায় করার মাধ্যমে আপনি ঐ সাতব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশা করবনে য়াদেরকে আল্লাহ তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দবিনে। ঐ সাতব্যক্তির মধ্যে একজন হচ্ছনে- 'এমন যুবক য়ে ইবাদতরে মধ্যে বড় হয়েছে'। অপর একজন হচ্ছনে- 'যার অন্তর মসজদি লটকে থাকে'। [সহহি বুখারি (৬৬০) ও সহহি মুসলমি (১০৩১)]

পাঁচ:

আপনি নামায আদায় করার মাধ্যমে মহা পুরস্কার প্রাপ্তির আশা করবনে; বশিষেত জামাতরে সাথে নামায আদায় করার মাধ্যমে। সহহি বুখারি ও সহহি মুসলমি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে য়ে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম



বলনে: "জামাতরে সাথে নামায আদায় করা কটে নজিগুহে ও বাজারে নামায আদায় করার চয়ে ২৫ গুণ বশেসিওয়াব। তা এ কারণে য়ে, যখন সে ওয়ু করে এবং ওয়ুকু সুন্দর করে এরপর মসজদিরে উদ্দেশ্য বরয়ে য়ে এবং নামায ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য থাকে না তখন প্রতিটি কদমে তার এক স্তর মর্যাদা উন্নীত হয় এবং প্রতি কদমে তার একটি গুনাহ মাফ হয়। নামায শেষে করে সে যখন জায়নামাযে বসে থাকে তখন ফরেশেতারা তার জন্য ক্শমা প্রার্থনা করতে থাকে: হে আল্লাহ্! তাকে ক্শমা করুন, হে আল্লাহ্! তার প্রতিরিহম করুন। যতক্ষণ পর্যন্ত সে বসে থাকে ততক্ষণ। তোমাদের কটে যখন নামাযের অপক্ষেয় থাকে তখন সে নামাযহে থাকে।"[সহি বুখারি (৬৪৭) ও সহি মুসলমি (৬৪৯)]

উসমান বনি আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলনে: আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছে তিনি বলনে: "যে ব্যক্তি নামাযের জন্য ওয়ু করে এবং ওয়ুকু পরপূর্ণভাবে সম্পাদন করে, এরপর ফরয নামাযের উদ্দেশ্যে বরয়ে য়ে এবং মানুষের সাথে কথিবা জামাতরে সাথে কথিবা মসজদিে নামায আদায় করে আল্লাহ্ তার গুনাহগুলো মাফ করে দনে।"[সহি মুসলমি (২৩২)]

ছয়:

আপনি নামায আদায় করার ফযলিতগুলো এবং নামায বর্জন করার বা অলসতা করার কুফল সম্পর্কে পড়াশুনা করবনে। আমরা এ বিষয়ে আপনাকে শাইখ মুহাম্মদ বনি ইসমাইল আল-মুকাদ্দাম এর কতিব "আস-সালাতু লমি-যা" পড়ার এবং শাইখ মুহাম্মদ হুসাইন ইয়াকুব এর আলোচনা: "লমি-যা লা তুসাল্লা" শূনার পরামর্শ দিচ্ছি। এতে আপনি অনেকে উপকার পাবনে; ইনশাআল্লাহ্।

সাত:

এমন সৎ বন্ধু নির্বাচন করা যারা নামাযের ব্যাপারে সচতেন এবং যথাযথভাবে নামায আদায় করে। এবং যারা এমন নয় সসেব বন্ধুকু বর্জন করা। কারণ বন্ধু বন্ধুকু অনুকরণ করে থাকে।

আট:

জীবনের সকল ক্শত্রে গুনাহ থেকে বঁচে থাকা এবং অন্যদের সাথে বিশেষতঃ নারীদের সাথে সম্পর্কের ক্শত্রে শরয়িতরে বধিান মনে চলা। কারণ গুনাহর কাজ বান্দাকে সবচয়ে বশে নিকে আমল থেকে দূরে রাখে এবং তার উপর শয়তানের আধিপত্যকে জোরদার করে।

আমরা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যনে আপনাকে তাঁর নকে বান্দা ও নকৈট্যবান বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে ননি

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।